R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৩-৮৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-৯, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায় এণ্ড কোং
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১লা আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮৯ সাল ১৬ই জুন, ১৯৮২ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দ্দেশ সত্ত্বেও খাদ্য দপ্তর জঙ্গিপুর মহকুমায় ৫ হাজার পরিবারকে নতুন রেশন কার্ড দিচ্ছেন না

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য সরকারের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ সত্ত্বেও জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রায় ৫ হাজার পরিবারকে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর নতুন পারিবারিক রেশন কার্ড না দেওয়ায় বহু মানুষ চরম কষ্টের মধ্যে পড়েছেন। নতুন রেশন কার্ডের জন্য তাঁরা আবেদন-পত্র জমা দিয়েছেন দীর্ঘদিন আগে। অনেকে দু'তিন প্রস্থ আবেদন-পত্র রঘুনাথগঞ্জ মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ অফিসে জমা দিয়েছেন। তবু এ যাবৎ এঁদের কাউকেই রেশন কার্ড দেওয়া হয়নি। গত বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বিভিন্ন গ্রাম থেকে নতুন রেশন কার্ডের জন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল হাজার আড়াই দরখাস্ত সংগ্রহ করেন। কেও কেও গোছা করে সেগুলো অফিসে জমাও দেন। রেশনকার্ড না পাওয়ায় কেরোসিনের অভাবে বর্ষার মধ্যে অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে পড়েছেন কার্ডহীন পরিবারগুলি। এ সম্পর্কে খবর নিয়ে জানা গেছে, রাজ্য-সরকার জন প্রতি রেশনকার্ড চালু করতে চাইলে তার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ইনজাংসন দেন। সে ইনজাংসন এখনও বহাল থাকায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মার্চ্চ মাসে খাদ্য দপ্তরে কার্ডহীন পরিবারগুলোকে পূর্ব্বেকার মতই নতুন পারিবারিক রেশনকার্ড দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ সংবাদপত্র মারফৎ প্রচারিতও হয়। ঐ নির্দেশে নতুন কার্ড,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'চালের অভাবে ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন'

নিজস্ব সংবাদদাতা : রেশনে চাল ও গম বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেওয়ায় বাইরের বাজারে চালের দাম বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জনৈক মুখপাত্র জানান, ইতিমধ্যেই স্থানীয় বাজারে অন্যান্য বছরের চেয়ে চালের দাম বেড়েছে। তাছাড়া খরার ফলে উঠতি ধান বেশ মার খেয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে খাদ্য দপ্তর বাইরে থেকে চাল আমদানির ব্যবস্থা করছেন। হোলসেলারদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে মহকুমায় পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল না রেখে অন্যত্র তা পাঠানো চলবে না। খাদ্য সরবরাহ দপ্তর লক্ষ্য করেছেন হোলসেলাররা কেও কেও এ নির্দ্দেশ মানছেন না। মুখপাত্রটি জানান, নিয়ম ভাঙ্গলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জানা গেছে গ্রামাঞ্চলে রেশন ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। চিনি, কেরোসিন সরবরাহ মাঝে মধ্যেই বন্ধ থাকছে। খাদ্য দপ্তর সূত্রে বলা হয়েছে চালের মূল্যবৃদ্ধি এবং সংকট রুখতে এখনই ব্যবস্থা না নিলে বর্ষার শেষ দিকে পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে উঠবে।

শহরে পাপাচার।

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফুলতলা পল্লীতে 'মক্ষীরাণী'দের ব্যবসা জমে ওঠায় সেখানকার পরিবেশ ক্রমশঃ বিষিয়ে উঠেছে বলে সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকেরা অভিযোগ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, কিছু সমাজবিরোধী ও রিক্সাচালকের সাহায্যে ঐ পাপ ব্যবসা মাথা চাড়া দিয়েছে। পুলিশ ৭ জুন রাত্রে একজন দেহপসারিণীকে রঘুনাথগঞ্জ থানায় ধরে নিয়ে গেলেও পরে তাকে ছেড়ে দেয়। ধৃত মহিলাটিই নাকি পালের গোদা। এদের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বাস্থ্য দপ্তর স্বাস্থ্যহীন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকারী পোষাক না পাওয়ার অভিযোগ জানাতে গিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে তিরস্কৃত হয়েছেন। কর্মচারীটি এই সংবাদদাতার কাছে পোষাক না পাওয়া সম্পর্কে আধিকারিকের সামনেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শুধু তিনি নন স্বাস্থ্য দপ্তরের আরও ছ'জন কর্মচারী তিন বছর ধরে সরকারী পোষাক পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ এসেছে। অভিযোগ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রতিরোধে বিভিন্ন এলাকায় যখন ব্যাপক উদ্যোগ চলেছে জঙ্গিপুর মহকুমায় স্বাস্থ্য দপ্তর তখন গা ঝাড়া দিয়ে চলেছেন। গ্রামে না গিয়েই বহু স্বাস্থ্যকর্মী মাস মাহিনা ও টি এ বিল তুলছেন। ছ'টি সরকারী গাড়ি স্বাস্থ্য

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইনজাংশনের আর্জি আদালতে খারিজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নতুন কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সম্পাদক এক্রামুল হক অহুত সায়েরগঞ্জ থানা প্রাঃ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটির ১৫ জনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের উপর ইনজাংশন প্রার্থনা জঙ্গিপুর আদালত নাকচ করে দিয়েছেন। ফলে যথারীতি ঐ দিনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী বছরের জন্য সোসাইটির নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সোসাইটির কাজকর্মের প্রসার ঘটাতে ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে সোসাইটির সভা অনুষ্ঠান নিয়ে নানা সন্দেহ দেখা দেয়। জনৈক ব্যক্তি ঐ সভাকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে জঙ্গিপুর আদালতে ইনজাংশন প্রার্থনা করেন। আদালতের সংবাদদাতা জানান ১৪ জুন উভয়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বুকফাটা দুঃখ নিয়ে তিতিবিরক্ত ডঃ ধর জঙ্গিপুর কলেজ ছাড়ছেন

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের বিশৃংখল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন অধ্যক্ষের পদে কড়া ধাঁচের লোক আনার কথা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর জুলাই মাসে অবসর নিচ্ছেন। জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি হিসেবে বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত হলেও জঙ্গিপুর কলেজে দীর্ঘ কর্মজীবনের নানা ঘটনাবলীতে এই প্রবীণ মানুষটি তিতিবিরক্ত। তাই তিনি অধ্যক্ষ পদে আর এক্সটেনসন নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই অনিচ্ছার মূলে রাজনীতির জটে রাজনীতি বর্জিত এই মানুষটির প্রতি কিছু সহকর্মীর ক্ষমাগত ষড়যন্ত্র, কর্মচারীদের অসহযোগিতা এবং কিছু ছাত্রের উচ্ছৃংখল আচরণ। অনেকেরই বিশ্বাস, জঙ্গিপুর কলেজে নৈরাজ্যের মূলে অধ্যক্ষ ডঃ ধরের শাসনের চেয়ে এই ঘটনাগুলিই বেশী দায়ী। ডঃ ধর যা চেয়েছিলেন তা নাকি তাঁকে অনেক ক্ষেত্রেই করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে বহু অপপ্রচার ছড়িয়ে জনমানসে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। এর পিছনে কলকাঠি নেড়েছেন কলেজে কর্মরত স্থানীয় জনকয় ব্যক্তি। শেষ কয়েকবছর অধ্যক্ষের কথা সাধারণ কর্মচারীরাও অনেক ক্ষেত্রে মেনে চলত না। বহু অধ্যাপক ছাত্রদের সামনে প্রকাশ্যভাবেই অধ্যক্ষ ডঃ ধরের বিরুদ্ধে কটূক্তি করতেন। অধ্যাপকদের ক্লাস ফাঁকির বিরুদ্ধে তিনি যতবারই ছাত্রদের অভিযোগ তুলে ধরেছেন অধ্যক্ষকে ততবেশী হেনস্থা হতে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠলেও এ যাবৎ তিনি কখনও কোনো সাংবাদিকের কাছে কারো বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

কীর্তিনাশা কারবাইড

অভূততদ্ভাব বুঝাইতে 'চ্বি' প্রত্যয়ের যোগ একটি বিধান আছে। যে যাহা ছিল না, তাহা হইয়াছে—ইহাই অভূততদ্ভাব। 'মন্দীভূত' শব্দটি মন্দ + চ্বি + ভূ + ক্ত—এইভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই হিসাবে 'পক্কীভূত' শব্দটিকে ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করা যায়। কেন এবং কোন্ অবস্থায় তাহা করা যায়, বলিতেছি।

দেবপ্রিয় ফল, দেবতা ফলপ্রিয়। এই কারণে ঈশ্বর তাঁহার প্রথম সৃষ্ট মানবের জন্য যে স্বর্গোদ্যান নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে নানাবিধ ফলবান্ বৃক্ষ রাখিয়াছিলেন এই আশায় যে তত্রত্য ফলাদি কোনরূপ ভেজাল-যুক্ত হইবে না এবং তাহার দ্বারা তাঁহার মানব-সন্তানের স্বাস্থ্যহানির কোন কারণ থাকিবে না। আদি মানবকৃত অপরাধের জন্য ঈশ্বরের অভিশাপে মানুষের ভাগ্যে যত কিছু দুর্ভোগ ভুগিবার কথা ছিল, তাহাতে পক্কফল সম্বন্ধে ঈশ্বর কিছু বলেন নাই। কেন না বিকৃত ফলাদির ভক্ষণে তাঁহার পুত্রের স্বাস্থ্য হানি ঘটিতে পারিত। কিন্তু এখন 'পক্কীভূত' ফল ছাড়া পাইবার উপায় নাই। বেশীর ভাগ ফলই অপক্কঃ (কারবাইড বাষ্পেণ) পক্কঃ ভূত—পক্ক + চ্বি + ভূ + ক্ত। কারবাইড বাষ্পই সেই 'চ্বি' প্রত্যয়ের ভূমিকা লইয়াছে।

গতির যুগে মানুষের ব্যস্ততার শেষ নাই; ফলদেহাভ্যন্তরে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম কোষ বিভাজনাদি ও নানারূপ রাসায়নিক রসবিক্রিয়ার মাধ্যমে ফলের স্বাভাবিক পক্কতা প্রাপ্তিতে যতটুকু সময় দরকার, তাহা তাহারা দিতে নারাজ। সেখানে বেশ খানিকটা সময় বাঁচাইয়া 'টু-পাইসের' অন্ন ধান্দা তাহারা করে। তাই সুদর্শন অথচ সুস্বাদবিযুক্ত পক্কীভূত ফলের অসাময়িক আয়োজন। আর তাহা ভোক্তাদের রসনা তৃপ্তিতে অক্ষম।

বিশেষতঃ আম ও কলার ক্ষেত্রে আজ-কাল বহু অভিযোগ। ঐতিহ্যমান্ চন্দননগরী কদলী কারবাইড বাষ্পাহত হইয়া অসময়োচিত পক্ক। বর্ণকৌলীন্য অথচ স্বাদের অন্ত্যজতা লইয়া তাহারা দিগ্‌বিদিকে ধাবমান। সহাবস্থানের নীতি মানিতে হইয়াছে মালদহী ও মুর্শিদাবাদি আম্রকুলকেও যাহারা একদা স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় ছিল। যাহাদের তুলার আস্তরণে পরিচর্যা করা হইত, আজ তাহারা মৃত্তিকায় আহত হয়। স্বাদের বালাই নাই; বর্ণসুষমায় পক্কতা থাকিলেই হইল। কীর্তিনাশা কার-বাইড রাতারাতি পক্কতার ছাড়পত্র দিতেছে। মুর্শিদাবাদি আমের অতীত গৌরব আজ কাহিনীমাত্র। জঙ্গিপুরের ল্যাংড়া, বাতাসা, ক্ষীরসাপাতি, গোপালভোগ ইত্যাদি আমের পক্কাবস্থা জমিদারী হারাইয়া ঠাটবাট বজায় রাখার ব্যর্থ প্রয়াসী জমিদারের মত। এতক্ষণ রসনার আফশোষের আক্ষেপ করা হইল। আশঙ্কার দিক এই যে, কারবাইড ইত্যাদি কৃত্রিম উপায়ে পাকা ফল নাকি শরীরের অনেক রোগ জন্মাইতে পারে বলিয়া সংবাদ। অতএব পাকা ফলের স্বাদ এবং পুষ্টির সাধ—দুই-ই বিঘ্নিত হইতেছে। এই কারণে মাননীয় রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহো-দয় জনস্বাস্থ্য যাহাতে বিপন্ন না হয় তাহার জন্য কৃত্রিম পন্থায় ফল পাকান বন্ধ করিয়া দিবার কথা ভাবিতেছেন। ইহা ফলবতী হইলে তাবৎ ফলভুক্‌গণ স্বস্তি লাভ করিবেন।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

তপের তাপের বাঁধন কাটার পালা হল শুরু। রুদ্র রুক্ষ দীপ্ত চক্ষু ভৈরবের অগ্নিঢালা দীপ্ত চক্ষুর দৃষ্টির উপর নেমে আসছে বর্ষার নীলাঞ্জন ছায়া। মেঘের মাদলে তার আগমন বার্তা ঘোষিত হচ্ছে।

ধীরে ধীরে অবসান হবে দগ্ধ দিনের। মন্থর মেঘের গভীর ছায়ায় দীপ্ত চক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসীর তপ্তভালের দীপ্তি ঢাকা পড়ে যাবে। বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় আসছে। আসছে দীর্ঘ আকা-ঙ্ক্ষিত তাপহরা শ্যামল সুন্দর। তার মন্ত্রবলে পাষাণ গলবে। ফসল ফলবে। মরু তার পায়ে ফুলের ডালা বহে আনছে। দিক দিগন্তে লাগে তাপহরা শ্যামল সুন্দরের মধুর ছোঁয়া। মনে মনে লাগে নবীন মেঘের সুর। প্রকৃতির বুকে শুরু হয় তার নাচন। নবতৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে। আকাশ ছেয়ে নেমে আসে আষাঢ়। আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে। উতলা হাওয়ায় বেণু বেতসের বন হয় শিহরিত। নীপবনে জাগে উল্লসিত রোমাঞ্চ। পিয়াল তরুর কোলে মালতীলতা দোলে।

এমনি করেই সবার মনে উল্লাস জাগিয়ে বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় আসে। বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা হয় তার মালা। পুরাতন হৃদয় নেচে ওঠে নবীন আনন্দে।

এমনি এক পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে কবে কোন বিস্মৃত বরষে এক মেঘ-কজ্জল দিনে কবিবর রচনা করেছিলেন মেঘদূত। আরও একদিন শ্যামবঙ্গ দেশে বসে কবি জয়দেব বর্ষার দিনে দেখেছিলেন পূর্ণ মেঘে মেদুর-অম্বর। দেখেছিলেন দিগন্তের তমাল বিপিনে তার ঘনশ্যাম ছায়া। মেঘদূতের কবি মন্দাক্রান্তা ছন্দের লয়ে তালে উৎসা-রিত করে দিয়েছিলেন অভিশপ্ত যক্ষের বিরহসন্তপ্ত হৃদয়ের সকরুণ আর্ত্তি।

'কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুনা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তং-গমিত-মহিমা বর্ষ ভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া-স্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু॥

.....

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়া-পরিণত-গজ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ
(মেঘদূতম পূর্বমেঘঃ)

আষাঢ়ের এই মেঘ শুধু যক্ষহৃদয়কেই সন্তপ্ত করে না। নিখিলের বিরহী জনচিত্তকে আকুল এবং উদ্বেল করে তোলে। আষাঢ়ের এই মেঘ-মালা মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে এক চিরন্তন বিরহ বেদনা। প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে অনাদি-কালের চিরন্তন বিরহী যক্ষ, বিরহিনী রাধা। আষাঢ়ের এই মেঘ দেখে বিরহী হৃদয় হয়ে ওঠে উতলা। সে দিন বিরহ সন্তপ্ত প্রেমোন্মত্ত যক্ষ ভুলে গিয়ে-ছিল চেতন-অচেতনের পার্থক্য। ভুলে গিয়েছিল জড় ও চেতনের ভেদাভেদ। মুক্ত গতি মেঘ পৃষ্ঠে বসে উড়ে যেতে চেয়েছিল দেশে-দেশান্তরে। কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে।

যক্ষের যে মেঘ নদ-নদী নগরীর উপর দিয়ে উড়ে চলেছে, বিরহ কাতর নিখিল জনচিত্তের দীর্ঘশ্বাস আজ তার সহচর। মানুষ যার সঙ্গে মিলিত হতে চায় সেই দুর্লভ চির আকাঙ্ক্ষিত ধন বহুদূরে। মাঝখানে তার বিশাল ব্যবধান। এই অন্তহীন ব্যবধানের পরপারে রয়েছে প্রিয়তম—তাকে তো পাওয়া যায় না কোন দিনই। তার সত্যিকারের বাসস্থান অন্তহীন মানস-লোকে। মানুষ জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে প্রেমের রথে সেই মিলন পথে করেছে মহাযাত্রা। কিন্তু তাকে পায়-নি। তাই ব্যাকুল বাসনায় আজ তার চিত্ত আকুল। সেই চিরবাঞ্ছি-তের অভিসারে চলেছে মানুষ অসীম বিরহ বেদনা বহন করে যুগে যুগে। প্রতি বৎসরই এমনি সময়ে আসে নবীন আষাঢ়। মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসরই চির নূতন হয়ে দেখা দেয়। আষাঢ় সজল ঘন আঁধারে দুরাশার ধেয়ানে বিরহী চিত্তকে করে উদ্বেলিত।

মণি সেন

অলক্ষে

মেরা মন ডোলে মেরা তন ডোলে, গানটা গাইতে গাইতে হিটলার কপিকলে কুয়ো থেকে জল তুলছিল। এখন সকাল-বেলা, বোর্ডিং এর ছেলেরা ষ্টাডিতে, সন্টু ঘোরাঘুরি করছে বাইরে জল খাবার নাম করে। একটু পরে নানী হিটলারকে ডাকবে, ডেকচি ধুতে হবে জল চড়াতে হবে। এখন হিটলারের অনেক কাজ। হিটলার সন্টুকে ডাকলো: কি সন্টুবাবু পড়াশুনা করছো তো? সন্টু বল্লো, আচ্ছা হিটুদা এই গানটাতো নাগিন বইয়ের না? হিটলার জিভে আর টাকরায় একটা তৃপ্তির আওয়াজ করে হাসলো, কি পাঠ বৈজন্তীমালার আর প্রদীপ-কুমারের, বুঝলে সন্টু বাবু ঐ ছবি দেখে আমি সারারাত পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরেছি, এগার মাইল রাস্তা। সন্টু বল্লো, তুমি তো ইংরাজী জান না, এটা Sleep-walking. হিটলার দড়ি টানতে টানতে বল্লো, আমার ভাই ঘেঁটুতো তোমাদের সঙ্গে পড়ে, টেন ক্লাসে, ও ইংরাজি জানে, এগার মাইল রাস্তা আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে আসি। সন্টু বল্লো, তুই তো একটা পাগলা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাস্। তুই একটা ঘোড়া। হিটলার হেসে উঠলো শব্দ করে। হাসবার সময় বোঝা যায় হিট-লারের মুখটা একটু বাঁকা, ডান দিকের মাড়ির প্রায় সবটা দেখা যায় হিটলারের কুচ্ছিত দাঁতগুলো, হিটলারের দাড়িও খোঁচা খোঁচা। হিটলার সব সময়ে একটা খাঁকি হাফ প্যান্ট পরে থাকে। ঢলঢলে তার হাঁটু পর্যন্ত ঢোলা।

হিটলার তরকারী কুটতে বসলো। ও পাশে নানী মসলা বাটছে, নানী মাঝে মাঝে কাঠগুলো নেড়েচেড়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে উনুনে।

: হ্যাঁরে হিটু তোরা তো গোস্বামী
: হ্যাঁ তাই কি, আমার বাবার বাবা বৃন্দাবন থেকে রাধা-কেষ্ট এনে'ছল, আমরা খাঁটি গোস্বামী,
: চুপকর, বোকা, শুধু আবোলতাবোল

অলক্ষে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কথা, কি কথার কি উত্তর

হিটলার মুখ তুলি চাইলো, তা তুমি কি বলছটা কি ? দল তুলি বলে কি সব চলে গেল ? নানী বল্লো, হাত চালা হাত চালা, এক্ষুনি ঘন্টা পড়বে, খাবার সময় পালাবি না বলে দিচ্ছি। হিটলারের মুখ দিয়ে ছোট্টিসে মুলাকাত প্যর হে গায়ী বার হতে হতে থেমে গেলো। নানী বলছে, এই, কাল পিঁয়াজ নিয়ে গিয়েছিলি কেন ? : হ্যা নিয়েছিলাম, তুমিই তো নাও, : এই পাগলা মুখ সামলে বলছি, তোর মা কি রাঁধে আমি জানি না ভেবেছিস নে ?

হিটলারের রাগ হয়ে গেলো। এই থাকলো তোমার তরকারী কোটা, আমি চল্লাম—হিটলারের বাঁকানো মুখটা একটা অসহায় রাগে যেন জমাট পাথর।

মাঠ আর পুকুরটা ডিঙিয়ে হিটলার বাড়ী এলো। হার জিরজিরে হয়ে গেছে ঘর দুটো, সামনের আয়গাটাও জংগল, ঘেঁটু কিছুই করে না শুধু প্রেম করা ছাড়া, হিটলার বিরক্ত হয়ে বসলো বারান্দায়। মা বল্লো, ও হিটু, বাবা টিফিনের সময় ঘেঁটু এসে কি খাবে, একটু ব্যবস্থা কর—হিটলার তাকালো মায়ের মুখের দিকে, মায়ের মুখের চামড়া ঝুলে গেছে, পাকা চুলগুলো পাঁশুটে রুক্ষ, মায়ের চোখে ভারী চশমা, চোখটা মান হয় অনেক দূরে ; হিটলার কিছু বল্লো না। হিটলার এবার তাকালো ঘরের মধ্যে, দরজার কাছে ঘেঁটু বসে সিনেমার বইগুলো ঝাড়ছে পুঁচছে, গুছিয়ে রাখছে, কোন কোনটা খুলে দেখছে। হিটলারের প্রচণ্ড রাগ হলো। ছোঁ মেরে একটা সিনেমার বই নিয়ে একটানে ছিড়ে ফেল্লো, আর সঙ্গে সঙ্গে পিঠে কিল চড় ঘুসি থুথু শালা পাগলা—মা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, হিটলার যখন হুমরি খেয়ে পড়ে গেল তখন মা ডুকরে কেঁদে উঠল। এতে ঘেঁটুর হাত পা শান্ত হলো, কিন্তু মুখ তখনো গলন্ত লাভা ঢালছে, তুমি তোমার নানীর সঙ্গে কি করো ? কুত্তা কোথাকার, পা চাটা কুকুর,—মা আরো প্রবল কেঁদে উঠলেন, মার মাথা ঘন ঘন দুপাশে দুলছে, মা দু হাত দিয়ে কিছু ধরবার চেষ্টা করছে, মা কাঁদতে কাঁদতে পড়ে যাচ্ছে।

ঘেঁটু চলে গেলো নিজের ঘরে। মুখ থুবড়ে পড়েই রইলো হিটলার, পিঠে মায়ের হাত, হিটলার মন দিলো মাটির দিকে। হিটলারের মনে হলো মাটিতেই রাখা যায় সব দুঃখ, মাটিকেই বলা চলে সব দুঃখের কথা। হিটলার গভীরভাবে সব কিছু ভোলবার চেষ্টা করলো, পাগলা হিটলার মনে মনে ছবি দেখলো একটা নিঃসঙ্গ লোক পাহাড়ে উঠছে, সে খুব জীর্ণ, আর সে আকাশের সাথে কথা বলছে। কোন সিনেমায় এই দৃশ্যটা দেখেছিলো হিটলার তা মনে করতে পারলো না।

সুধন্য

নিলামের ইস্তাহার

জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালত
নং ১২/৮০ মনিকারি
নিলামের দিন ২৬-৭-৮২

ডিক্রীদার—জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ, সাং রঘুনাথগঞ্জ।

বনাম—ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আহিরণ।

দাবী ১৫২·৭৫ টাকা

জিলা মুর্শিদাবাদ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজা বালীঘাটা মধ্যে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির ৬ নং ওয়ার্ডে ১৪ নং হোল্ডিং,—খতিয়ান নং ১৩৫ ভুক্ত ৬৩১/৬৩২/৬২৯ নং দাগ ভুক্ত ·১৮ শতক ভূমি মায় তদুপরিস্থিত দ্বিতল পোক্তা ঘর মায় তার বরগা ইঁট কাঠ কপাট চৌকাঠ লওয়া জিমাদি সহ, উক্ত জমির সালিয়ানা খাজনা ৪৷৷/৮ পাই বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেরেস্তায় দেন্দারের নামে লেখা আছে আঃ মূল্য ১৬৫০০৲ রায়তী স্থিতিবান।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৮ জুন স্থানীয় বাগানবাড়ী কিরণ সংঘের পরিচালনায় 'হেলথ রিক্রিয়েশন শীল্ড-কাপ' এর নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা জঙ্গিপুর হাসপাতাল মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। পনর দিন ধরে এই খেলা চলবে।

সিপিএম ত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'সি পি এমের নোংরা রাজনীতিতে আমি বীতশ্রদ্ধ। তাই সিপি এম থেকে পদত্যাগ করলাম'— রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের জামুয়ার গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্য শান্তি মণ্ডল এক লিখিত বিবৃতিতে একথা জানিয়েছেন। শান্তিবাবু সিপি এম দলভুক্ত ছিলেন। বিবৃতিতে তিনি জানান—তাঁর বিশ্বাস বর্ত্তমান ভারতবর্ষে ইন্দিরা কংগ্রেসের দ্বারাই দেশের কল্যাণ সম্ভব। তাই তিনি কংগ্রেস দলে যোগ দিলেন'।

কৃষি সংবাদ

আমের প্রদর্শনী

আগামী জুন মাসে ভুবনেশ্বরে (উড়িষ্যা) সর্বভারতীয় আমের প্রদর্শনী হবে। ল্যাংড়া, বোম্বাই, ফজলি ৮টি করে আম দিতে হবে। অন্য জাতগুলি ১২টি করে দিতে হবে। আমগুলির সঠিক জাত রোগ পোকামুক্ত একরকম আকার প্রকার, রং এবং বিচারের সময় খাবার উপযুক্ত হওয়া চাই। কবে কোথায় আম জমা দিতে হবে তা স্থানীয় কৃষি আধিকারিকের নিকট জেনে নিবেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক

কর্তৃক প্রচারিত।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

Memo No,—214 (13) Inf. M/Advt. Dated, Ber. 10-6-82.

বর্ষায় গাছ লাগান
বিনামূল্যে চারা পাবেন

আগামী বর্ষায় যে সব ব্যক্তি, সংঘ, ক্লাব বা সংস্থা নিজেদের পতিত জমিতে গাছ লাগাতে চান তাঁরা বৃক্ষরোপণের সঠিক উপায় পদ্ধতি জানা ও বিনামূল্যে চারা পাওয়ার জন্য কাছাকাছি বনবিভাগের যে কোনো অফিসে অথবা নিম্নলিখিত অফিসে এখনই যোগাযোগ করুন।

বনপাল, সমাজভিত্তিক বনসৃজন,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
পি ১৬, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন,
চারতলা, কলিকাতা—৭০০০৭৩।

জেলা তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

Memo No. 214 (13) Inf, M/Advt./Dated Ber.10-6-82

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দ্দেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কার্ড বিভাজন বা কার্ডের স্থান পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্ত কাজগুলি করার জন্য খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের অফিসারদের বলা হয়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এই মহকুমায় এ জাতীয় নির্দেশ পালিত হয়নি। এমন কি কার্ডের বিভাজন ও স্থানান্তরের কাজটিও অনেক ক্ষেত্রে আটকে রয়েছে। এদিকে স্থানীয় খাদ্য নিয়ামকের কার্ড দেবার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও কার্ড না দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। ঐ বিষয়টি নিয়ে আগামী বিধানসভায় সোরগোল উঠবে বলে জনৈক বিধানসভা সদস্য জানান। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দ্দেশ সত্ত্বেও জঙ্গিপুরে কেন রেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে না ঐ সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তা জানতে চাইবেন বলে জানা গেছে।

জঙ্গিপুর কলেজ ছাড়ছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আনতে রাজী হননি। এমন কি সহকর্মীদের ক্লাস ফাঁকির কথাও তুলতে চাননি। কলেজের একাংশের বিশ্বাস, নিয়ম ভেঙ্গে কিছু করতে রাজী হননি বলেই তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের নানা অছিলায় ক্ষ্যাপানো হয়েছে। মিষ্টভাষী অধ্যক্ষকে তাই প্রায়শই ছাত্র বিক্ষোভের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। ডঃ ধর কলেজের কাজে যোগ দেন ৭১ সালে। ১১ বছর ধরে বহু চেষ্টা করেও তিনি তাই বুকফাটা দুঃখ ও অস্বস্তি নিয়ে তিনি কলেজ থেকে সরে যাচ্ছেন। কলেজের হাল ফেরাতে পারেননি। সম্প্রতি কলেজ গভর্নিং বডির সভায় তাঁকে এক্সটেনশন দেওয়ার বিষয়টি উঠলে তিনি এক্সটেনসন নিতে গড়রাজী হন। এই গড়রাজীর পরিপ্রেক্ষিতে কলেজের অধ্যক্ষের পদে কড়া ধাঁচের মানুষ আনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তা না হলে অবস্থা সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে। নতুন অধ্যক্ষ পদে কলেজেরই কোনো অধ্যাপক নিযুক্ত হবেন কি না তা জানা যায়নি। তবে অনেকেরই বিশ্বাস, কলেজে সে ধরনের কোনো শক্ত ধাতের মানুষ পাওয়া মুস্কিল। তাঁরা বাইরে থেকে কাউকে নিয়োগের পক্ষপাতী।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

আদালতে খারিজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পক্ষের শুনানী শেষে দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রী এস, কে, রায় ইনজাংশন প্রার্থনার আবেদন নাকচ করে দেন। আদালতে সোসাইটির পক্ষ সমর্থন করেন এ্যাডভোকেট প্রশান্ত সিন্‌হা এ্যাডভোকেট অরুণ চ্যাটারজি।

স্বাস্থ্য দপ্তর স্বাস্থ্যহীন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভাগের স্থানীয় কর্ত্তার হেফাজতে দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। অথচ স্বাস্থ্য কর্মীদের বক্তব্য গাড়ির অভাবে মহকুমার গ্রামাঞ্চলে কাজকর্ম করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। বহু গ্রামে ডি ডি টি স্প্রে করা যায়নি। ঐ সব গ্রামে কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য বিভাগ এ ব্যাপারে গা এলিয়ে চলেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

শহরে পাপাচার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আরও একটি ঘাঁটি রয়েছে গাড়ীঘাট সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশের আনাগোনা সত্ত্বেও পাপাচার বন্ধ না হওয়ায় পুরবাসীরা বিস্মিত।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

'প্রিন্টোফ্লেক্স' কোম্পানীর ১নং পলিথিনের বিভিন্ন সাইজের বালতি. বালতি-ব্যাগ, গ্লাস, মগ, প্লেট, সোপকেস প্রভৃতি দ্রব্য সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী রেটে পাওয়া যায়।
টি, চক্রবর্ত্তী
বাগানবাড়ী
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেণ্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্র্যাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে ষ্টোন চাপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮ তাং ২৪-৩-৭০

দেশ-বিদেশের সাম্প্রতিক সংবাদে
আর মনমাতানো গানে গানে
ভেসে চলা একটি নাম

স্বাস্থ্যকর্মী প্রহৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের টেলিফোন ব্যবহারে আপত্তি করায় এক আর এস পির সমর্থক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জনৈক জি ডি এ কে যথেচ্ছভাবে মারধোর করে। ঘটনাটি ঘটেছে ১৫ জুন। এ সম্পর্কে সুতি থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের টেলিফোন ব্যবহার করার সময় স্বাস্থ্য কর্মীটি ঐ যুবককে কলবুকে তা নোট করতে বলায় যুবকটি উত্তেজিত হয়ে তাকে প্রহার করে। সমস্ত ঘটনা বি এম ও এইচকেও জানানো হয়েছে।

শহরে নতুন রেশন দোকান

রঘুনাথগঞ্জ : রঘুনাথগঞ্জ ৫নং ওয়ার্ডের রেশন দোকানটি নতুনভাবে চালু হয়েছে। এর ফলে ঐ এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হবেন। এতদিন অন্য একটি রেশন দোকান থেকে তারা রেশনের দ্রব্য পেতেন।

ইনভিমেন্ট (এস)
ভারতের যে কোন স্থানে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণের জন্য বিশ্বস্ত বাস সার্ভিস।
যোগাযোগের ঠিকানা—
নিমাই সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ষোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়
রক্ত পরিষ্কারক ও
বলবর্ধক
সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত প্রকাশিত।